ভোরের কাগজ

JUN 03 2002

চট্টগ্রামে আঞ্চলিক সেমিনার

আদিবাসীদের শিক্ষা সংকট নিরসনে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

চট্টগ্রাম অফিস : পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের শিক্ষা সংকট নিরসন করতে হলে নিজেদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত বন্ধ করে প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাড়িয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্যাঞ্চলের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন, জীবনঘনিষ্ঠ ও আনন্দময় শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

গতকাল রোববার রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের শিক্ষা সংকট' শীর্ষক এক আঞ্চলিক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সেমিনার যৌথভাবে আয়োজন করে আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গ্রীনহিল ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ।

সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ানের সভাপতিত্বে ১ম অধিবেশনে বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফয়সাল হোসেন। গ্রীনহিল-এর নির্বাহী পরিচালক মং থোয়াই চিং স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের ২য় অধিবেশনে 'আদিবাসীদের শিক্ষার সংকট ও উত্তরণের প্রস্তাবনা : প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম' শীর্ষক সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মংক্য শোয়েনু নেভী। প্রবন্ধের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন দৈনিক প্রথম আলোর আবাসিক সম্পাদক আবুল মোমেন, একুশে টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিরোহিত চাকমা, রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জলিকা খীসা, অ্যাকশন এইড-এর অপারেশন ডিরেক্টর শফিকুর রহমান, রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ফজলুল হক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবানের সহকারী পরিচালক মং নু চিং মার্মা, বান্দরবানের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক শামসুল কিবরিয়া। সেমিনারের মডারেটর ছিলেন সাংবাদিক সুনিল কান্তি দে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংঘাতের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হতে পারছে না। মন্ত্রী আদিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ান বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির পরও সত্যিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় এখানে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। কবি-সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, মাতৃভাষা চর্চাকারীদের মনোবৃত্তি জাগ্রত করতে হবে। ব্যাপকভাবে আদিবাসীদের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা না হলে নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রাখা কষ্টকর হবে। তিনি আদিবাসীদের ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, ভাষাভিত্তিক বোর্ড চালু ও সংস্কৃতিভিত্তিক কারিকুলাম তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পার্বত্য এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে শিশুর মনোজাগতিক বিষয়ে সংস্কৃতিনির্ভর কারিকুলাম তৈরি করতে হবে। এবং যে সব ভাষার হরফ ও লিপি আছে সে সব ভাষা গবেষণা করে সংরক্ষণ করতে হবে।